µt bs-	*আবাদযোগ্য জমি*	cwigvY
১.	ইউনিয়নে মোট আবাদযোগ্য জমি	৩২৫০ হেক্টর
২.	একক ফসলী জমি	-------------
৩.	দুই ফসলী জমি	১৯৩৫ হেক্টর
৪.	তিন ফসলী জমি	৪১৫ হেক্টর
৫.	চার ফসলী জমি	---------
৬.	আবাদযোগ্য পতিত জমি	------------------
৭.	ফসলের নিবিড়তা	২১৫%
৮.	উচু মাঝারি	৪৫৫ হেক্টর
৯.	মাঝারি উচু	১৩৫০ হেক্টর
১০.	মাঝারি নিচু	৫১০ হেক্টর
১১.	নিচু	৩৫ হেক্টর

ইউনিয়নের কৃষির তথ্যাবলী

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে কৃষিখাতের ভূমিকা অপরিসীম। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশের মাঠে প্রান্তরে যে কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হয়, তার সাথে সমগ্র দেশবাসীর ভাগ্য জড়িত। মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া এদেশের প্রায় সকলেই পত্যক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষক এমন একজন ব্যক্তি যিনি কৃষিকাজে নিয়োজিত থেকে ফসল উৎপাদন করেন। একজন কৃষক তাঁর নিজের জমিতে অথবা অন্যের জমি বর্গা নিয়ে কিংবা অন্যের জমিতে শ্রম দিয়ে ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত থাকেন। বাংলাদেশের মাটে ভূমির পরিমাণ প্রায় ১৪.৪ মিলিয়ন হেক্টর যার প্রায় ১৩.৩ শতাংশ জুড়ে রয়েছে বনভূমি, ২০.১ শতাংশে রয়েছে স্থায়ী জলাধার ঘরবাডি শিল্পকারখানা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি এবং অবশিষ্ট ৬৬.৬ শতাংশ জমি কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০২২ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৮.২৯ লক্ষ হেক্টর। এর ৯০ শতাংশ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ খাদ্যশস্য কৃষি ও কৃষক জোগান দিয়ে থাকে।

তবে কাফ্রিখাল ইউনিয়নের মোট ২৩৫০ হেক্টর আবাদী জমি রয়েছে। এখানকার মাটি বেশ উর্বর। প্রায় ৯০% জমি সেচ সুবিধার আওতায় রয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বছর ধরে ফসল উৎপাদন করতে ইউনিয়নের কৃষকরা খুবই দক্ষ। ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা উচু থেকে মাঝারী উচু হওয়ায় স্বাভাবিক বন্যায় ফসল হানির ঝুকি কম। ফসল উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের আগ্রহের কমতি নাই। বিভিন্ন ধরণের শাকসবজি যেমনঃ পুঁইশাক, লালশাক, ঢেড়ঁস, শিম, মুলা, গাজর, করলা, চিকিংগা, বেগুন, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, আলু, প্রভৃতি। বিভিন্ন ধরণের ফল যেমনঃ আম, লিচু, কলা, বড়াই, প্রভৃতি। অন্যান্য ফসল যেমনঃ ধান, পাট, গম, আলু, ভুট্টা, রসুন, ইক্ষু, প্রভৃতি চাষে এ

উপজেলার কৃষকরা খুবই দক্ষ। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে এ উপজেলার প্রায় ৮০% কৃষক সচ্ছল। এতকিছুর পরও বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া বরেন্দ্র এলাকায় খরিপ-১ মৌসুমে, খরিপ-২ ও রবি মৌসুমে পানির স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে সম্পুরক সেচের প্রয়োজন হয়।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য ০৬ নং কাফ্রিখাল ইউনিয়ন সব ধরনের ফসল ফলমূল এবং রবি শস্য-এর জন্য বিখ্যাত অঞ্চল। বর্তমানে তিন ফল, মালটা, গ্রীষ্ম কালীন পিয়াজ, জন্য বিখ্যাত।

পারিবাবিক পুষ্টি বাগান এবং বিভিন্ন ফলের বাগান রহিয়াছে। যেমন, বড়াই বাগান, কলা বাগান, লিচু বাগান, পেয়ারা বাগান, ও হাড়ি ভাঙ্গা আম বাগান।

যা এলাকার পুষ্টি ও খাদ্যের চাহিদা পূরণের পরও কয়েক শত কোটি টাকার ফসল ও রবি শস্য ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে রপ্তানি করা হয়।

সবুজ ধান ক্ষেত

সবুজ ফসলের মাঠ

শরিষা ক্ষেত

আলু ক্ষেত

সবজি চাষঃ

আমরা যেসব ফলমূল রান্না করে খাই, তাদের সাধারণভাবে সবজি বলা হয়। যেমন-আলু, বেগুন, পটল, মুলো, ঝিঙে, কপি, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি।

ঋতু বা বপনকাল অনুসারে সবজিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-গ্রীষ্মকালীন বা বর্ষাকালীন সবজি ও শীতকালীন সবজি। গোপালপুরে প্রায় সব ধরণের সবজি পাওয়া যায়।

খারিফ সবজি: শশা, বেগুন, ট্যাড়শ, পটল, লাউ, কুমড়াে, ঝিঙে, উচ্ছে প্রভৃতি সবজির চাষ গ্রীষ্মকাল বা বর্ষাকালে হয়। এদের খারিফ সবজি বলে।

রবি সবজি: ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, টম্যাটো, বীট, গাজর, শিম, মুলাে প্রভৃতি সবজির চাষ শীতকালে হয়। এদের রবি সবজি বলে। এটি বসন্তকালীন ফসল হলেও ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধানতঃ শীতকালীন ফসলরূপে আখ্যায়িত। হেমন্তকালে বীজ বুনে যে ফসল কৃষক বসন্তকালে ঘরে তোলে তা-ই রবিশস্য।

সবজি চাষের জন্য প্রধান উপকরণ হল জমি। সাধারণত সবজি চাষের জন্য দোআঁশ মাটি সর্বাপেক্ষা উপযাগী। মাটিতে যাতে রৌদ্র পড়ে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সবজি চাষের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়াজেন, সেগুলি হল-কোদাল, খুরপি, নিড়ানি, রেক বা দেশি বিদা, জলের ঝাঁঝরি ইত্যাদি।

বেগুন ক্ষেত

পারিবারিক পুষ্টি বাগান প্রদর্শনী

dj Pvl t

সৃষ্টির প্রথমে মানুষ ফল খেয়েই জীবন ধারণ করত। এখনে অনেক দেশ আছে যেখানে ফলই প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে ফল প্রধান খাদ্য না হলেও মানুষের পুষ্টি সাধনের অনেকখানি দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশ মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। জলবায়ুর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব ঘটে।আর ঋতুর উপর ভিত্তি করে মাটির গুণাগুণ এর জন্য একেক জায়গায় একেক রকম ফল জন্মে থাকে।যেমন গ্রীষ্মকালের ফল, বর্ষাকালের ফল, শরৎ ও হেমন্তকালের ফল,শীতকালের ফল ও বসন্তকালের ফল।

কাফ্রিখালে প্রায় সব ধরণের ফল পাওয়া যায়।

- গ্রীষ্মকালের ফল: বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ।ঋতু বৈচিত্রের পালায় প্রথমে আসে গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে জনজীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ।তখন মাঠ-ঘাট তৃণশুন।খাল-বিল পানিশূন্য আর বাতাস উষ্। একটু শীতল ছায়ায় ঠান্ডা পানির জন্য মানুষ পশু-পাখি সবাই ছটফট করতে থাকে। গ্রীষ্ম কালীন সে সময় নানা রকম রসালো সুস্বাদু ফলের প্রকৃতি তার উপহারের ডালি আমাদের সামনে এগিয়ে দিয়ে আমাদের সব ক্লান্তি দূর করে দেয়। গ্রীষ্মকালে জাম ,কাঁঠাল, লিচু,জামরুল প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়।

- বর্ষাকালের ফল: গ্রীষ্ম কাল শেষ হতেই আরেকটি ঋতুর যেন সয় না, কখন তার হাতের ডালা সাজিয়ে ধরবে আমাদের কাছে। শ্রাবণের বর্ষণে ঘরথেকে যখন বের হওয়া যায়না। রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত হয় পরে।অনেক সময় বন্যায় ক্ষেতের ফসল ঘরবাড়ি পানিতে ডুবে যায়। মানুষের দুঃখের শেষ থাকে না। তবুও এসময় আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয় পেয়ারা,আনারস, আমড়া,বাতাবি লেবু প্রভৃতি ফল।

-

- শরৎ ও হেমন্তকালের ফল: বর্ষার পরেই প্রকৃতিতে প্রকাশ পায় শান্ত স্নিগ্ধ মধুর শরৎ ও হেমন্ত ঋতু।এ ঋতু দুটির উল্লেখযোগ্যহচ্ছে তাল,কদবেল, শরিফা এছাড়াও আমলকি এবং ডালিম ও পাওয়া যায়।

- শীতকালের ফল: হেমন্তের অবসানে শীতের আবির্ভাব হয়। শীতকালে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এসময় রোগবালাই কম হয়। নতুন শাকসবজি সকলকেআনন্দ দেয় ।এসময় পাওয়া যায় কমলা, কুল ,জলপাই,সফেদা ফল ও ছালটা প্রবিতি ফল।

- বসন্তকালের ফল: সব ঋতুর শেষে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। শীতের শীতল প্রকৃতি বসন্তের জাদুময় স্পর্শে হয়ে উঠে প্রাণবন্ত। এ সময় আম, জামপ্রভৃতি গাছ মুকুলিত হয় এবং মুকুট এর গন্ধে মৌমাছি ছুটে আসে। এসময় পাতার আড়ালে থেকে কোকিলের সুমধুর ডাক শোনাযায় ।তখন চারদিকে বসন্তের জয় ধ্বনি তবে বসন্ত যতটা শোভাময় ততোটা ফলবন্ত নয় ।এ সময়ের মধ্যে বেল, তরমুজ বাঙ্গিপ্রভৃতি প্রদান।
- সারা বছরের ফল : পেঁপে , ডাব , নারিকেল , কলা প্রভৃতি ফল প্রায় সারা বছর পাওয়া যায় । পেঁপে খুব উপাদেয় ফল । এটি রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় । কাঁচা পেঁপে তরকারি হিসেবে খাওয়া যায় ।

মালটা বাগান

হাড়িভাঙ্গা আম বাগান

পারিবারীক ফলের বাগান

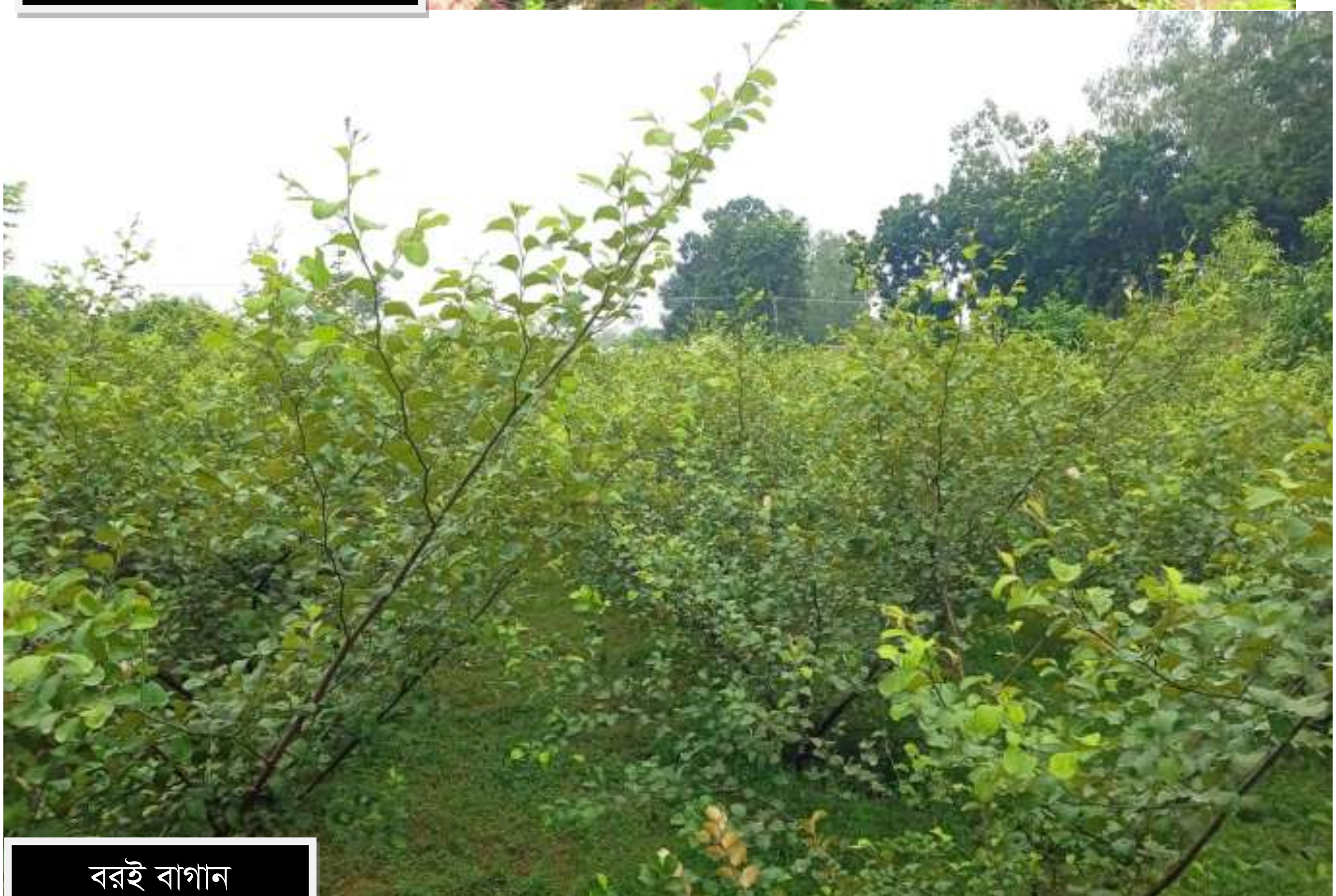

বরই বাগান